নৈমিত্তিক ছুটি

১। নৈমিত্তিক ছুটি চাকরি বিধিমালা স্বীকৃত ছুটি নয় এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুপস্থিতিকে কাজে অনুপস্থিতি হিসাবে গণ্য করা হয় না। বাংলাদেশ চাকরি বিধিমালার প্রথম খন্ডের বিধি-১৯৫ এর নোট-২ এ উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে এইরূপ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এই প্রকার ছুটিতে অনুপস্থিত কর্মকর্তার কার্য পালনের জন্য কোন বদলীর ব্যবস্থা করা হয় না। তাই নৈমিত্তিক ছুটিভোগকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে যদি জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হয়, তাহা হইলে ছুটি প্রদানকারী ও ছুটিভোগকারী কর্মকর্তা উভয়ে দায়ী থাকিবেন।

২। পঞ্জিকা বর্ষে একজন সরকারী কর্মচারী সর্বমোট ২০ (বিশ) দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

৩। কোন সরকারী কর্মচারীকে একসঙ্গে ১০ (দশ) দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাইবে না। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৮২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ইডি (রেগ-৬)/ছুটি-১৩/৮০-১৪ মোতাবেক পার্বত্য জেলায় কর্মরত সকল সরকারী কর্মচারীকে এক বৎসরের মঞ্জুরযোগ্য ২০ (বিশ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি একইসঙ্গে ভোগ করিতে দেওয়া যাইবে।

৪। কোন কর্মকর্তা আবেদন জানাইলে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এক বা একাধিকবার সাপ্তাহিক ছুটি অথবা অন্য কোন সরকারী ছুটির পূর্বে অথবা পরে সংযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যেইক্ষেত্রে এইমর্মে আবেদন করা হইবে না বা অনুমতি দেওয়া হইবে না, সেইসকল ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারী ছুটির দিনগুলিও নৈমিত্তিক ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

৫। নৈমিত্তিক ছুটি উভয় দিকে সরকারী ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না।

৬। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক ছুটিভোগকারী কোন কর্মচারী সদর দপ্তর ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

৭। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকাকালীন কোন ব্যক্তিকে সদর দপ্তর হইতে এমন দূরত্বে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইবে না, যেখান হইতে সদর দপ্তরে কাজে যোগদানের আদেশ পাওয়ার পর কাজে যোগদান করিতে ৪৮ (আট চল্লিশ) ঘন্টার অধিক সময় লাগিতে পারে।

৮। নিয়মিত ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অথবা অধস্তন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ নৈমিত্তিক ছুটি এবং তদ্‌সংগে সদর দপ্তর ত্যাগের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন। গুরুতর অসুস্থ্যতা, বিশেষ করিয়া সংক্রামক ব্যাধির (যেমন গুটি বসন্ত) ক্ষেত্রে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রাপ্তির সংগে সংগেই কাজে যোগদান সম্ভব নয় বিধায় এই সকল ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করার প্রশ্ন উঠে না। তবে ব্যক্তিগত অসুবিধা, সামান্য অসুস্থ্যতা (যেমন সাধারণ জ্বর) ইত্যাদি কারণে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

৯। নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকার সময়ে বিদেশে গমন করা যাইবে না।

১০। সরকারী কাজে অথবা প্রশিক্ষণার্থে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কর্মকর্তাদিগকে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান সরকার নিরুৎসাহিত করেন। তবে কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাইবে। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি নং ইডি (রেগ-৬)/ছুটি-১৪/৮১-২৪ (৫০০১), তারিখ: ৮ এপ্রিল, ১৯৮২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং সম (রেগ-৫)-৪৩১/৮৩-১০/(৫০০), তারিখ: ২৯ মে, ১৯৮৪)

বিশ্লেষণ: নৈমিত্তিক ছুটি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ স্বীকৃত কোন ছুটি নয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-১৯৫ এর নোট-(২) এর প্রেক্ষিতে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৭৯ তে যে সকল ছুটির বিধান আছে, উহার সহিত নৈমিত্তিক ছুটির যথেষ্ঠ পার্থক্য রহিয়াছে। নৈমিত্তিক ছুটির সময়কে কর্মরত হিসাবে গণ্য করা হয়। ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যোগদানপত্র দাখিল করিতে হয় না। ইহাছাড়া হঠাৎ উদ্ভুত কোন অতি সাময়িক কারণে যথা- সর্দি, জ্বর, জরুরী পারিবারিক প্রয়োজনে এই ছুটি প্রদান করা হয়। নৈমিত্তিক ছুটি বর্ধিত করণের কোন বিধান নাই।

প্রসূতি ছুটির নিয়মাবলী

বি এস আর-১৯৭, এফ আর-১০১ এবং এস আর (এফ আর)-২৬৭, ২৬৮

(১) কোনো মহিলা কর্মচারী প্রসূতি ছুটির জন্য আবেদন করিলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি-১৪৯ অথবা বিধি-১৫০ তে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ ছুটি আরম্ভের তারিখ অথবা সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখ, ইহার মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটিবে, ঐ তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিবেন। তবে কোনো মহিলা ৬ (ছয়) মাসের কম বয়সী সন্তানসহ প্রথমবারের মতো সরকারি চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে এবং প্রসূতি ছুটির আবেদন করিলে, উক্ত সন্তানের বয়স ৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হওয়ার সময়সীমা পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে।
(১এ) একজন মহিলা কর্মচারী সমগ্র চাকরিকালে প্রসূতি ছুটি ২ (দুই) বারের অধিক পাইবেন না।
(১বি) এই বিধির অধীনে মঞ্জুরিকৃত প্রসূতি ছুটি মহিলা কর্মচারীর "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হইবে না এবং ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে উত্তোলিত বেতনের হারে পূর্ণ বেতন পাইবেন।

বিশ্লেষণ: এস.আর.ও নং-১৮৬/অম/অবি/প্রবি-২/ছুটি-৩/২০০১, তারিখ: ৯ জুলাই, ২০০১ দ্বারা বি এস আর্, পার্ট-১ এর ১৯৭ নং বিধির উপবিধি-(১) এর পরিবর্তে উপবিধি-(১), (১এ) ও ১(বি) প্রতিস্থাপন করা হয় এবং এস আর ও নং ৯৩-আইন/২০২১, তারিখ: ১১এপ্রিল, ২০২১ দ্বারা সর্বশেষ উপবিধি-১ পুনঃসংশোধন করা হয়।

-:প্রসূতি ছুটি সংক্রান্ত বিধান:-

(১) প্রসূতি ছুটির মেয়াদ পূর্ণ বেতনে ৬ (ছয়) মাস। গর্ভবর্তী হওয়ার পর ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ যে তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করিবে, ঐ তারিখ হইতেই ৬ (ছয়) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। তবে উক্ত ছুটি আরম্ভের তারিখ সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখের পরবর্তী কোনো তারিখ হইতে পারিবে না।
(২) ছয় মাসের কম বয়সী সন্তান আছে, এমন কোনো মহিলা প্রথমবারের মতো সরকারি চাকরিতে যোগদান করিয়া প্রসূতি ছুটির আবেদন করিলে প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। তবে এইক্ষেত্রে প্রসূতি ছুটির মেয়াদ হইবে ছুটিতে গমণের তারিখ হইতে সন্তানের বয়স ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার দিন পর্যন্ত।
উদাহরণ: কোনো মহিলার মে মাসের ০২ তারিখে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। উক্ত মহিলা প্রথম বারের মতো সরকারি চাকরিতে নিয়োগ লাভ করিয়া জুন মাসের ১৬ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন এবং জুন মাসের ১৭ তারিখ হইতে প্রসূতি ছুটি ভোগের আবেদন করেন। এইক্ষেত্রে ০১ লা নভেম্বর তারিখে তাহার সন্তানের বয়স ৬ (ছয়) পূর্ণ হইবে বিধায় তাহার প্রসূতি ছুটির মেয়াদ হইবে ১৭ জুন তারিখ হইতে ০১ লা নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত।

(৩) অর্জিত ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
(৪) সমগ্র চাকরি জীবনে প্রসূতি ছুটি দুইবারের বেশী প্রাপ্য নয়।
(৫) প্রসূতি ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হইবে না। অর্থাৎ প্রসূতি ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করিতে হইবে না এবং পাওনা ছুটি হইতে প্রসূতি ছুটিকাল বাদ যাইবে না।
(৬) ছুটি ভোগকালে ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে প্রাপ্য বেতনের হারে পূর্ণ বেতন প্রাপ্য।
(৭) ডাক্তারী সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে গড় বেতনে অর্জিত ছুটিসহ যে কোনো প্রকার ছুটির আবেদন করিলে প্রসূতি ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে উক্ত প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং অন্য প্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে প্রসূতি ছুটিও মঞ্জুর করা যাইবে।
(৮) অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীও প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য।
(৯) মহিলা শিক্ষানাবিশ (Lady Apprentices) এবং পার্ট-টাইম মহিলা ল' অফিসার প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য।

বিনা বেতনে ছুটি

বিনা বেতনে ছুটি সম্পর্কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-৩০৩ তে বলা হইয়াছে যে, পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ছুটিবিহীন অনুপস্থিতকালকে ভূতাপ্রেক্ষিকভাবে ভাতাদিবিহীন ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবেন। ইহাছাড়া বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস এর বিধি-১৫৮(২) তে বলা হইয়াছে যে, ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অনুপস্থিত থাকিলে এবং উক্ত অনুপস্থিতকাল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছুটি বর্ধিত করা না হইলে, উক্ত সময়ের জন্য কোন ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য নয় এবং উক্ত সময় উহা অর্ধ গড় বেতনে ছুটি হইলেও তাঁহার 'ছুটির হিসাব' হইতে বাদ যাইবে।

বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্, পার্ট-১ এর ৩০৩, ১৯৫(২) ও নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৯(৩) একত্রে পড়িলে বুঝা যায় বিনা বেতনে ছুটি বলিতে প্রকৃত পক্ষে অসাধারণ ছুটিকেই বুঝানো হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক ছুটি

প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলক ছুটি নামে কোন ছুটি নাই। তবে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৫(১)(এ) এর অধীনে নাশকতামূলক কার্যক্রমের অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলে এবং বিধি-১১(১) এর অধীনে অসদাচরণ, ডিজারসন ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্তের পরিবর্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন। এইক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীর ছুটি ভোগ বাধ্যতামূলক। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(ই) তে বর্ণিত নাশকতামূলক কার্যের অভিযোগে কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধিমালার বিধি-৫(১)(এ) এর অধীনে প্রাপ্য ছুটির ভিত্তিতে আদেশে উল্লেখিত তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার লিখিত নির্দেশ দিতে পারেন।

উক্ত বিধিমালার বিধি-১৩ তে আরো বলা হইয়াছে, বিধি-৫(১)(এ) এর অধীনে ছুটিপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী যদি কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে চাকরিচ্যুত, চাকরি হইতে অপসারিত, নিম্নপদে পদাবনমিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে তিনি ক্ষেত্রমতে চাকরিতে পুনর্বহাল হইবেন, অথবা পূর্বপদ বা সমমর্যাদা সম্পন্ন পদ ফিরিয়া পাইবেন এবং তাঁহার এই ছুটির সময় পূর্ণ বেতনে

সংগনিরোধ ছুটি (Quarantine Leave)

সংগনিরোধ ছুটি সম্পর্কে বি এস আর-১৯৬ এর বিধান নিম্নরূপ-

(১) সরকারি কর্মচারীর পরিবারের বা তাঁহার বাড়ির কোনো বাসিন্দার সংক্রামক রোগের কারণে উক্ত কর্মচারীর অফিসে আগমন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারির মাধ্যমে যে ছুটি প্রদান করা হয়, উহাই সংগনিরোধ ছুটি।

(২) এই প্রকার ছুটি মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অফিস প্রধান সর্বাধিক ২১ (একুশ) দিন পর্যন্ত এবং বিশেষ অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন। সংগনিরোধজনিত কারণে ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে, এই অতিরিক্ত ছুটি সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই সময়ে উক্ত পদে অন্য কোনো লোক নিয়োগ করা যায় না। ইহাছাড়া উক্ত ছুটি ভোগকালে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বেতন ভাতাদি পাইবেন।

(৪) এই প্রকার ছুটির মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অফিস প্রধান।

বিশ্লেষণ: (১) সরকার ঘোষিত যে কোনো মহামারিতে সংগ নিরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যায়। (২) গুটি বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, টাইফাস জ্বর ও সেরিব্রোস্পাইনাল মেনেনজস্টাটিস রোগের ক্ষেত্রে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যাইবে। (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং জনস্বাস্থ্য/১কিউ-৪/৩৪২, তারিখ: ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৫)

(৩) এই প্রকার ছুটি, "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুরূপভাবে ছুটির হিসাবের জন্য এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হয়।

নিয়মিত উপস্থিতির ব্যত্যয়ে বেতন কর্তন।

(১) কোনো কর্মচারী অফিস বা কর্মস্থলে উপস্থিতি সংক্রান্ত বিধির কোনো বিধান বা সরকারি আদেশ লঙ্ঘন করিলে তজ্জন্য, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, এতৎসংক্রান্ত বিধিতে উল্লিখিত বিধান অনুসারে উক্ত কর্মচারীর বেতন কর্তন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কর্মচারী, অনুরূপ আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন পুনর্বিবেচনার কোনো আবেদন করা হইলে, আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সংশোধন বা বাতিল করিতে অথবা বহাল রাখিতে পারিবে।

📌বিশ্লেষণ:
এই ধারার অধীন ক্ষমতাবলে 'সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯' জারি করা হইয়াছে।

ঐচ্ছিক ছুটির বিধানাবলী

ঐচ্ছিক ছুটির বিধিমালা অনুযায়ী, সরকারি চাকরিজীবীরা বছরে নিজ ধর্ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩ দিন ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করতে পারেন, যা বছরের শুরুতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিতে হয় এবং সাধারণ বা সাপ্তাহিক ছুটির সাথে যুক্ত করা যায়। এই ছুটি সাধারণত ধর্মীয় উৎসব বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নেওয়া হয় এবং বছরে নির্দিষ্ট কিছু উৎসবের জন্য এই ছুটি নির্ধারিত থাকে।

📌মূল বিষয়সমূহ:
👉একজন কর্মচারী প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৩ দিন ঐচ্ছিক ছুটি নিতে পারবেন।

👉বছরের শুরুতেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটির জন্য আবেদন ও অনুমোদন নিতে হয়।

👉সকল ধর্মের চাকরিজীবীরা নিজ ধর্ম অনুযায়ী এই ছুটি ভোগ করতে পারেন।

👉সাধারণ ছুটি বা সাপ্তাহিক ছুটির (শনি ও রবিবার) সাথে ঐচ্ছিক ছুটি যুক্ত করে লম্বা ছুটি নেওয়া যায়।

📌উদাহরণ: যদি বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি থাকে, তবে শুক্রবার ঐচ্ছিক ছুটি নিয়ে শনিবার ও রবিবার মিলিয়ে ৪ দিনের ছুটি উপভোগ করা যায় (যদি অনুমোদন থাকে)।

বিশ্লেষণ: এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা বিধি-৬ সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

৭। এই বিধিমালা ব্যাখ্যার ক্ষমতা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের নিকট সংরক্ষিত।

শ্রান্তি বিনোদন ছুটি স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা

অর্থ বিভাগের স্মারকলিপি নং এম এফ (আর-২)এল-১/৭৮(অংশ-২)/৫৯, তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ দ্বারা বিনোদন ভাতা সংক্রান্তে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ স্পষ্টীকরণ করা হইয়াছে–

"(১) যে সমস্ত নন-গেজেটেড কর্মচারীরা চলতি দায়িত্বের ভিত্তিতে গেজেটেড পদে কাজ করিতেছেন তাঁহারা গেজেটেড পদের বেতন প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্ব কাজের দায়িত্বসহ উচ্চতর পদের কাজ দেখাশুনা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা গেজেটেড পদের পূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন না। গেজেটেড পদের পূর্ণ দায়িত্ব পালন না করিলে এবং পদের বেতন প্রাপ্ত না হইলে গেজেটেড অফিসার হিসাবে গণ্য করিবার সুযোগ নাই। অতএব, বিনোদন ভাতার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে গেজেটেড অফিসার হিসাবে গণ্য করিবার অবকাশ নাই।

(২) নূতন জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী কোনো পদের মর্যাদার পুনঃবিন্যাস এখনও করা হয় নাই। অর্থাৎ কোনো পদ গেজেটেড অথবা নন-গেজেটেড বলিয়া গণ্য হইবে এই বিষয়টি নূতন জাতীয় বেতন স্কেলের পরিপ্রেক্ষিতে এখনও নির্ধারণ করা হয় নাই। অতএব, যে সমস্ত পদ ৩০-৬-১৯৭৭ তারিখে নন-গেজেটেড পদ হিসাবে গণ্য হইত, ঐ সকল পদ নূতন জাতীয় বেতনের যে স্কেলেই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন সেই সকল পদের ক্ষেত্রে বিনোদন ভাতা প্রদান যোগ্য হইবে।

(৩) বিনোদন ভাতা প্রদানের মূল শর্ত হইল শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি গ্রহণ। যে সমস্ত কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটিতে (পি এল আর) আছেন তাহাদের পক্ষে উক্ত ছুটি শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটিতে পরিবর্তিত করিবার অবকাশ নাই। অতএব বর্ণিত কর্মচারীরা বিনোদন ভাতা প্রাপ্ত হইবেন না।

(৪) বিনোদন ভাতা প্রদানের মূল শর্ত হইল যুগপৎভাবে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটির মঞ্জুরি। অতএব, উক্ত ছুটির মঞ্জুরি ছাড়া বিনোদন ভাতা প্রদানের অবকাশ নাই।

(৫) বিনোদন ভাতা প্রদানের মূল শর্ত হইল পনের দিন শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটির মঞ্জুরি। অতএব, উক্ত সময়ের কম সময়ের জন্য ছুটি মঞ্জুরির ক্ষেত্রে বিনোদন ভাতা প্রাপ্তব্য নহে।

(৬) বিনোদন ভাতা মঞ্জুরির বিষয়ে সরকারি কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সরকারি চাকুরীতে তাহার যোগদানের তারিখ থেকে নির্ধারিত হইবে। তবে যে সমস্ত কর্মচারীর অবসর-উত্তর ছুটি/চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ নিকটবর্তী তাহাদেরকে বিনোদন ভাতা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।"

বিশ্লেষণ: এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ (ই) সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

৩। ওয়ার্কচার্জড ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা কন্টিজেন্সী খাত হইতে বেতনপ্রাপ্ত অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারী ব্যতীত সকল সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য।

বিশ্লেষণ: (১) এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ (সি) সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

বিশ্লেষণ : (২) S.R.O.250-L/81-MF/R-II/L-6/79-(Pt-1)162, তারিখ : ৬ আগস্ট, ১৯৮১ দ্বারা এই বিধি হইতে 'নন-গেজেটেড' শব্দ বাদ দেওয়া হয়।

৪। এই বিধিমালা প্রযোজ্য এইরূপ সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীগণ শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে ছুটি গ্রহণ করিলে প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে একবার এক মাসের বেতনের সমান বিনোদন ভাতা পাইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে,

(এ) ১ জুলাই, ১৯৮১ তারিখে চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর বা ততোধিককাল পূর্ণ হইয়াছে এমন গেজেটেড সরকারি কর্মচারীগণ বিনোদন ভাতা প্রাপ্য হইবেন;

(বি) ১ জুলাই, ১৯৮১ তারিখে চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হয় নাই অথবা ১ জুলাই, ১৯৮১ তারিখে বা উহার পরে চাকরিতে নিয়োজিত হইয়াছেন এমন গেজেটেড কর্মচারীগণ চাকরির ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ পূর্তিতে বিনোদন ভাতা পাইবেন;

(সি) ১ জুলাই, ১৯৭৯ তারিখে চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর বা ততোধিককাল পূর্ণ করিয়াছেন, এমন নন-গেজেটেড কর্মচারীগণ বিনোদন ভাতা পাইবেন;

(ডি) ১ জুলাই, ১৯৭৯ তারিখে চাকরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হয় নাই, অথবা ১ জুলাই, ১৯৭৯ তারিখে বা উহার পরে চাকরিতে নিয়োজিত হইয়াছেন, এমন নন-গেজেটেড কর্মচারীগণ চাকরির মেয়াদ ৩ বৎসর পূর্তিতে বিনোদন ভাতা পাইবেন।

বিশ্লেষণ(১) এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা বিধি-৪ সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

বিশ্লেষণ : (২) S.R.O. 250-L/ 81-MF/ R-II/ L-6/ 79-(Pt-1)162, তারিখ : ৬ আগস্ট, ১৯৮১ দ্বারা শর্তাংশটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

৫। বিধিমালার অধীনে প্রাপ্য ছুটিকালীন বেতনের অতিরিক্ত হিসাবে বিনোদন ভাতা পাইবেন।

৬। জনস্বার্থের কারণে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোনো সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর ছুটি মঞ্জুর করা না হইলে এবং উক্ত কারণে ছুটির আবেদনকৃত সময়ে বিনোদন ভাতা গ্রহণ করিতে না পারিলে পরবর্তী যে সময়ে ছুটিতে যাইবেন, ঐ সময়ে বিনোদন ভাতা পাইবেন; এইক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে ছুটির আবেদন করা হইয়াছিল, আবেদনকৃত উক্ত তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইলে পরবর্তী বিনোদন ভাতা পাইবেন।

বাংলাদেশ চাকরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা, ১৯৭৯

(সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই উদ্দেশ্যে প্রণীত ও জারিকৃত সকল বিধি, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি রহিত করিয়া বিধিমালাটি প্রণয়ন করেন। বিধিমালাটি S.R.O. 61-L/79-MF/R-II/L-I/78-71, তারিখ : ১৭ মার্চ, ১৯৭৯ দ্বারা জারি করা হয়। এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা বিধি ২(এ), (এএ), (সি), (ই), এবং বিধি ৩, ৪ ও ৬ সংশোধন করিয়া স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই বিধিমালা ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।)

১। (১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ চাকরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা, ১৯৭৯ নামে অভিহিত।

(২) ইহা ১ জুলাই, ১৯৭৯ তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে–

(এ) **"স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা"** অর্থ কোনো আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত কোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠান;

বিশ্লেষণ: এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ (এ) সন্নিবেশিত করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

(এএ) **"সরকার"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(বি) **"ছুটি"** অর্থ বিদ্যমান বিধির অধীনে প্রাপ্য গড় বেতনে ছুটি অথবা অর্জিত ছুটি, যাহা শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের জন্য নেওয়া হইয়াছে;

তবে শর্ত থাকে যে, অবকাশ বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৫ (পনর) দিনের কম নয় এমন দীর্ঘ অবকাশকাল এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে;

বিশ্লেষণ : S.R.O. 36-L/83-MF/R-II/L-6/79-(Pt-1)/443, তারিখ : ৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৩ দ্বারা উপবিধি-(বি) সংশোধনপূর্বক ছুটির মেয়াদ ১ মাস হইতে কমাইয়া ১৫ দিন করা হয়।

(সি) **"বেতন"** অর্থ সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সার্ভিসেস (গ্রেড, পে এন্ড এলাউন্স) অর্ডার, ১৯৭৭ এর অধীনে অথবা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য যে কোনো বিধি বা প্রবিধি এর অধীনে প্রাপ্য বেতন;

বিশ্লেষণ: এস,আর,ও নং ৩১৯-আইন/২০১৫, তারিখ: ০১ নভেম্বর, ২০১৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ (সি) সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধনী ০১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

(ডি) **"বিনোদন ভাতা"** অর্থ এই বিধিমালার অধীনে প্রাপ্য ভাতা;

(ই) **"চাকরি"** অর্থ এই বিধিমালা প্রযোজ্য এইরূপ সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী কর্তৃক সরকারের অধীনে ধারাবাহিক সরকারি চাকরি।